সংবাদ

22 MAR 2012

চাইল্ড পার্লামেন্ট সদস্যদের দাবি

কোচিংবাণিজ্য ও গাইড বই বন্ধে শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল চাই

২০ হাজার স্কুলে মাল্টিমিডিয়া শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হবে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

কোচিংবাণিজ্য ও গাইড বই বন্ধে একটি শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল খোলার দাবি করলেন দেশের সব জেলা থেকে আগত চাইল্ড পার্লামেন্টের সদস্যরা। একই সঙ্গে তারা দেশের সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবহন ব্যবস্থারও দাবি করেন। তারা মনে করেন বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে শিক্ষা খাতে ব্যয় যেহারে বেড়েছে তাতে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া দুরূহ হয়ে পড়েছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি মিলনায়তনে চাইল্ড পার্লামেন্টের দশম অধিবেশনে শিশু সংসদ সদস্যরা এ দাবি উত্থাপন করেন। চাইল্ড পার্লামেন্ট অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সেভ দ্য চিলড্রেন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

পার্লামেন্ট অধিবেশনে চাইল্ড পার্লামেন্টারিয়ানরা বলেন, বিনামূল্যে বই বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে বছরের শুরুতে অন্যান্য শিক্ষার উপকরণ বিতরণ করা হলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী ঝরে যাওয়ার হার অনেক কমে যাবে। এজন্য প্রয়োজনে বছরে দুই ধাপে এ উপকরণগুলো বিতরণ করার সুপারিশমালা তুলে ধরেন। এছাড়া হাওর ও পাহাড়ি এলাকাগুলোর মধ্যে যে সমস্ত এলাকায় পর্যাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেই এলাকাগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের দাবি করেন।

এছাড়া শিক্ষা খাতে দুর্নীতি বন্ধে ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালানোর দাবি করেন। এ অভিযানের মাধ্যমে কোচিংবাণিজ্য ও গাইড বই বিক্রি বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করেন তারা।

চাইল্ড পার্লামেন্ট অধিবেশনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নানা ধরনের ত্রুটি আছে, যা দীর্ঘদিন চলে আসছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে শিশুদের ওপর। এ থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে আনার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এ সব প্রক্রিয়ার মধ্যে শিক্ষা উপকরণের ব্যয় বাড়ার কারণে যে সব শিক্ষার্থী পড়া চালিয়ে যেতে পারছে না তাদের জন্য আগামী বছর থেকে ২০ হাজার ৫শ স্কুলে মাল্টিমিডিয়া শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হবে। এছাড়া দরিদ্র শিক্ষার্থীদের যাতে টাকার অভাবে শিক্ষা বন্ধ হয়ে না যায় সে কথা বিবেচনা করে সংসদে চলতি অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা তহবিল ফান্ড চালুর জন্য একটি আইন করা হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় ১ হাজার কোটি টাকা নিয়ে এ ফান্ডের যাত্রা শুরু করা হয়েছে। দেশের বিত্তবানদের এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, যারা এই ফান্ডে অর্থ দিবে তাদের কোন কর দিতে হবে না বলেও সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, ভর্তির সময় নেয়া অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেয়া হচ্ছে না বা সমন্বয় করা হচ্ছে না—এমন অভিযোগ শিক্ষা মন্ত্রণালয় পায়নি। এ ধরনের কোন অভিযোগ পেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেয়া হবে।